সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

خلافة عبد الملك بن مروان ودوره في الفتوحات الاسلامية
—এর অনুবাদ

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ নু'মান
মাওলানা আব্দুল্লাহ মুসআব

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : যিলহজ ১৪৪২ / আগস্ট ২০২১
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-94929-7-9
মূল্য : ৳ ৬০০ (ছয় শত টাকা) USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত-লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার বেনগাযী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আদ-দ্বীন বিভাগ এবং দাওয়া বিভাগ থেকে ব্যাচেলরস অব আর্টসে ডিগ্রি-লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে উসূল আদ-দ্বীন বিভাগ থেকে তাফসীর, উলূমুল কুরআন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি-প্রাপ্ত। তিনি ১৯৯৯ সালে উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে ইতোমধ্যে তার রচিত চার খলীফার জীবনীসহ মোট তেরোজন সাহাবীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি *খিলাফাতু আব্দিল মালিক বিন মারওয়ান ওয়া দাওরুহু ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়্যাহ*। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*জীবন ও কর্ম : আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান*—এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ। বইটি অনুবাদ করেছেন সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ নু'মান এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ মুসআব। উল্লেখ্য, কিতাবের মূল লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার রচিত সবগুলো সীরাতগ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করেন। আমীন।

এই গ্রন্থে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের জীবনবৃত্তান্ত, উমাইয়া খলীফা হওয়ার ইতিহাস, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও গভর্নরদের সাথে তার কূটকৌশল, মুসআব ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে সংঘটিত ফায়সালার ঘটনা, খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে উমাইয়া প্রশাসনের বিশেষ তৎপরতার ইতিহাস এবং রাষ্ট্র-পরিচালনায় আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজনৈতিক

কলা-কৌশলসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসে এই অধ্যায় প্রতিটি মুসলিমের জন্য জানা আবশ্যক। এতে তাদের জন্য রয়েছে ব্যাপক শিক্ষা—আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যার কোনো বিকল্প নেই।

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইতিহাসে একজন জটিল চরিত্রের মানুষ হিসেবেই পরিচিত। জীবনের প্রথম পর্বে তার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ এবং পরবর্তী সময়ে খলীফা হিসেবে তার কর্মকাণ্ডে ব্যাপক বৈপরিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন, 'আমরা হাজ্জাজকে কাফের বলি না, তবে তার প্রশংসাও করি না। তাকে ভর্ৎসনাও করি না। আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করি। তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করি।'

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করেন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করেন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৭ শাওয়াল ১৪৩৯
১২ জুলাই ২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়
আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান-এর নাম ও বংশপরিচয়

এক। নাম ও বংশ-পরিচয়
১। নাম, কুনিয়াত ও বংশ ১৭
২। জন্ম ও শারীরিক গঠন ১৭
৩। ইলম অর্জন, খলীফা হওয়ার আগে তার ইবাদত-বন্দেগী এবং ব্যক্তিত্বের প্রশংসা ১৮
৪। আল্লাহর নামের প্রতি শ্রদ্ধা ১৯
৫। সফরে তাসবীহ-তাকবীর ১৯
৬। তিনি কি কুরআনুল কারীম পরিত্যাগ করেছিলেন? ১৯
৭। এই যুবকের ভদ্রতা কতই না উত্তম ২০
৮। সন্তানদের শিক্ষকের উদ্দেশ্যে তার অসিয়ত ২০
৯। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর ব্যাপারে তার অবস্থান ২১

দুই। খেলাফতের পূর্বে তার রাজনৈতিক-জীবন ২২

তিন। আব্দুল মালিকের সহযোগী উলামায়ে কেরাম ২৩

চার। তাওয়াবীনদের তৎপরতা এবং আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধ ২৪

পাঁচ। মুখতার ইবনে আবি উবাইদ সাকাফী ২৮

ছয়। আমর ইবনে সায়ীদের আন্দোলন এবং তার নিহত হওয়ার ঘটনা ৪২

সাত। রোমের সঙ্গে আব্দুল মালিকের চুক্তি এবং জারাজিমা দমন ৫০

আট। যুফার ইবনুল হারিস আল কিলাবী ৫১

নয়। ইরাকের সংযুক্তি এবং মুসআব ইবনে যুবাইরকে হত্যা ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
খারেজী আন্দোলন

এক। খারেজী আন্দোলনের ফায়সালা ৬৩
১। আযারিকা সম্প্রদায় ৬৩
ক। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরার পরিচিতি এবং তার কিছু বাণী ৬৭
খ। খারেজীদের বিরুদ্ধে মুহাল্লাবের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ৬৮
গ। কাতারী ইবনুল ফুজাআ আত-তামিমী ৭১
২। খারেজী সাফরিইয়া সম্প্রদায় ৭১
ক। প্রসিদ্ধ খারেজী কবি ইমরান ইবনে হিত্তান ৭৫
খ। আব্দুল মালিকের খেলাফতকালে খারেজীদের পতনের কারণ ৮০

দুই। আব্দুর রহমান ইবনুল আশআসের আন্দোলন ৮১
১। আব্দুর রহমান ইবনুল আশআসের নেতৃত্বে তাওয়ায়ীস বাহিনী গঠন ও তাদের সিজিস্তানে প্রেরণ ৮২
২। ইবনুল আশআস স্বদলবলে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৮৫
ক। এই সকল ঘটনায় মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরার অবস্থান ৮৭
খ। যাউইয়ার যুদ্ধ ৮৮
গ। হাজ্জাজকে উৎসর্গ করার প্রস্তুতি এবং দাইরুল জামাজিম যুদ্ধ ৯০
৩। ইবনুল আশআসের বিদ্রোহে উলামায়ে কেরামের অবস্থান ৯৪
ক। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ কয়েকজন আলেম ৯৫
খ। আন্দোলনে উলামাদের অংশগ্রহণের কারণসমূহ ৯৭
১। হাজ্জাজ কর্তৃক শরীয়তের কয়েকটি বিধানে সীমালঙ্ঘন ৯৭
২। উলমায়ে কেরামের সাথে হাজ্জাজের মন্দ আচরণ ১০৫
৩। আন্দোলনে কিছু উলামায়ে কেরামের বিপরীত অবস্থান ১০৮
৪। ইবনুল আশআসের আন্দোলনে হাসান বসরীর অবস্থান ১০৯
৫। ইবনুল আশআসের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ ১১৬
৬। ইবনুল আসআসের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার ফলাফল ১২০
ক। হাজ্জাজের ক্ষমতাবৃদ্ধি ১২০
খ। বহু আলেমের অনুতাপ প্রকাশ ১২১
গ। যে সকল উলামা এই বিদ্রোহের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তাদের সিদ্ধান্তই ঠিক বলেই পরিলক্ষিত হওয়া ১২১
ঘ। বিদআতে ইরজার অভ্যুদয় ১২২
৭। হাজ্জাজের ক্ষমাপ্রাপ্ত ইমাম শা'বী ও তার সাথে আরও দুইজন বন্দী ১২৪
৮। অভ্যন্তরীণ সকল বিদ্রোহের সমাপ্তি এবং পুরো সাম্রাজ্যকে একত্রকরণ ১২৬

তৃতীয় অধ্যায়
আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান, ওয়ালীদ ও সুলাইমানের খেলাফতকালে ইসলামী বিজয়সমূহ

এক। রোম অঞ্চলের বিজয়সমূহ ১২৮

দুই। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের বিজয়সমূহ ১৫১
১। হাস্‌সান ইবনে নু'মান গাসসানীর বিজয়সমূহ ১৫১
২। মূসা ইবনে নুসাইরের বিজয় অভিযানসমূহ ১৬০
৩। স্পেন বিজয় ও তারিক ইবনে যিয়াদের প্রচেষ্টা ১৬৫

তিন। পূর্বাঞ্চলের বিজয়সমূহ ২০০
১। মুহাল্লাব ইবনে আবি সাফরার বিজয়সমূহ ২০০
২। বোখারা ও সমরকন্দ অঞ্চলে কুতাইবার বিজয়সমূহ ২০৮
৩। কাশগড় বিজয় ও চীনের অভিযান ২২১
৪। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম সাকাফী ও সিন্ধু বিজয় (৮৯-৯৬ হি.) ২৩৫

চার। আব্দুল মালিক এবং তার পুত্র ওয়ালীদ ও সুলাইমানের সময়কালে অর্জিত বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা ও উপদেশ ২৪৮
১। মুসলমানদের বিজয়ের রহস্য ২৪৮
২। বিজিত অঞ্চলে ইসলামের অনুপ্রবেশের কারণসমূহ ২৪৯
৩। বিজিত জাতিসমূহের ভাষা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ২৫৩
৪। সৈন্যদের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ ২৫৭
৫। সংঘাতময় পরিস্থিতিতে পরামর্শের গুরুত্ব ২৫৮
৬। স্থল-সীমান্ত রক্ষার প্রতি গুরুত্বপ্রদান ২৬১
৭। বিজয়সমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ২৬৩

চতুর্থ অধ্যায়
আব্দুল মালিকের আমলে প্রশাসনিক-ব্যবস্থা

এক। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক বিভাগসমূহ
১। বার্তা-বিভাগ ২৬৫
২। দান-বিভাগ ২৬৭
৩। রাজস্ব-বিভাগ ২৬৯
৪। রেজিস্ট্রি-বিভাগ ২৭০
৫। নকশী-কর্ম বিভাগ ২৭০
৬। ডাক-বিভাগ ২৭১

দুই। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে আরবীভাষার প্রচলন ২৭৪
১। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে আরবীভাষা প্রবর্তনের কারণ ২৭৫
২। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে আরবীকরণের সুফল ২৭৬

তিন। আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে আঞ্চলিক প্রশাসন ২৭৯
১। উমাইয়া রাষ্ট্রীয় রাজধানী শাম অঞ্চলের প্রশাসন ২৮০
২। হিজায, মধ্য-আরব উপদ্বীপ এবং ইয়েমেন অঞ্চলের প্রশাসন ২৮০
৩। ইরাক ও প্রাচ্যে ইসলামী অঞ্চলের প্রশাসন ২৮৩
৪। আজারবাইজান, আরমেনিয়া ও ফুরাত দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসন ২৮৫
৫। মিসরের প্রশাসন ২৮৭
৬। আফ্রিকার প্রশাসন ২৮৮

চার। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় খলীফা আব্দুল মালিকের সাধারণ কর্মপদ্ধতি
১। পরামর্শ ২৮৮
২। শামবাসীর ওপর আস্থা রাখা ২৮৯
৩। উপযুক্ত পদে যথাযোগ্য লোক নির্বাচন ২৮৯
৪। প্রশাসক ও গভর্নরদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা ২৯০
৫। বিভিন্ন পদে নিকটাত্মীয়দেরকে অগ্রাধিকার ২৯১
৬। আহলে কিতাবদের সাথে ক্ষমাসুন্দর আচরণ ২৯১
৭। সন্দেহভাজন প্রশাসকদের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ২৯২
৮। ইবনুল আশআসের অনুসারীদের মধ্যে যারা তাওবা করে ২৯২
৯। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ২৯৩
১০। লাল রেখা অতিক্রম করতে চাইলে শাসকদেরকে বাধা ২৯৪
১১। তোষামোদকারী ও কপটদের প্রতি তার কঠোর অবস্থান ২৯৮
১২। আব্দুল মালিকের নিকট রাজনীতির দর্শন ২৯৮
১৩। আবু বকর ও উমর রা.-এর সীরাত ও তাদের প্রজাসাধারণ ২৯৮

পাঁচ। আব্দুল মালিকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসকগণ
১। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী ৩০০
ক। হাজ্জাজের আত্মপ্রকাশ ৩০১
খ। হাজ্জাজ সম্পর্কে ইমাম যাহাবীর মন্তব্য ৩০১
গ। হাজ্জাজ সম্পর্কে ইবনে কাসির রহ.-এর মন্তব্য ৩০২
ঘ। হাজ্জাজের ভাষণ ও ওয়াজ ৩০৩
ঙ। আল্লাহ সত্য বলেছেন, কবি মিথ্যা বলেছে ৩০৪
চ। এক বেদুঈনের সাথে হাজ্জাজ ৩০৫

ছ। ইবনে জাফর রা.-এর কন্যার সাথে হাজ্জাজের বিবাহ ৩০৬
জ। হাজ্জাজ ও কবিগণ ৩০৮
ঝ। হাজ্জাজের একটি স্বপ্ন ৩০৯
ঞ। সায়ীদ ইবনে যুবাইর রা.-এর হত্যা ৩১০
ট। হাজ্জাজের অসুস্থতা ও মৃত্যু ৩১১

পঞ্চম অধ্যায়

খলীফা আব্দুল মালিকের সময় অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা

এক। রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ৩১৭
১। জিযিয়া বা কর ৩১৭
২। ভূমিকর ৩১৮
৩। গ্রীষ্মকালীন অভিযান থেকে অর্জিত অর্থ ৩১৯

দুই। সাধারণ ব্যয়ের খাতসমূহ ৩২০
১। সামরিক খাত ৩২০
২। যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় ৩২১
৩। প্রশাসনিক ব্যয় ৩২১

তিন। চাষযোগ্য ভূমির সম্প্রসারণ ৩২২
চার। ব্যবসায় সম্প্রসারণ ৩২৭
পাঁচ। শিল্প ও উৎপাদন ৩৩১
ছয়। মুদ্রার প্রচলন ও আরবীকরণ ৩৩৩
সাত। আব্দুল মালিকের সময়কালে আবাসন ও স্থাপত্যশিল্প ৩৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচার ও আইনশৃঙ্খলা-ব্যবস্থা

এক। বিচার-ব্যবস্থা ৩৪৭
১। প্রসিদ্ধ বিচারকগণ ৩৪৭
২। বিচারকদের ভাতা ৩৪৮
৩। বিচারকদের তদারকি ৩৪৮
৪।. বিচারকদের কাজে ও আইনে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা ৩৪৮
৫। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর ফায়সালার প্রতি সম্মান ৩৪৯
৬। নারীদের মোহর নির্ধারণ করা ৩৪৯
৭। অভিযোগ নথিভুক্ত করা ৩৫০

দুই। আইনশৃঙ্খলা-ব্যবস্থা ৩৫২

সপ্তম অধ্যায়

আলেম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিক

এক। আলেম-উলামা ৩৫৪
১। কাবিসা ইবনে জুআইব ৩৫৫
২। আতা ইবনু আবি রবাহ ও আব্দুল মালিককে তার নসীহত ৩৬৫
৩। ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম ও আব্দুল মালিকের প্রশ্নের উত্তর ৩৬৭

দুই। আব্দুল মালিক ও কবি ও কবিতা ৩৬৮
১। আল-আখতাল ৩৬৯
২। আল-ফারাযদাক ৩৭১
৩। জারীর ৩৭২
৪। আর-রায়ি' ৩৭৭

অষ্টম অধ্যায়

ওয়ালিউল আহদ নিয়োগ, অসিয়ত এবং মৃত্যু

এক। ওয়ালিউল আহদ নিয়োগ এবং এক্ষেত্রে সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ.-এর ভূমিকা ৩৮১

দুই। সন্তানদের প্রতি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের অসিয়ত ও তার মৃত্যু ৩৯৪
মৃত্যুর সময় ওয়ালীদের প্রতি আব্দুল মালিকের অসিয়ত ৩৯৭
সন্তানদের প্রতি আব্দুল মালিকের অসিয়ত ৩৯৯
মৃত্যু ও দাফন ৪০০

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضلل له و من يضلل فلا هادى له. و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো; যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা, ৪ : ১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সল্লাবী

প্রথম অধ্যায়

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান-এর নাম ও বংশ-পরিচয়

এক। নাম ও বংশ–পরিচয়

১। নাম, কুনিয়াত ও বংশ

তার পূর্ণনাম ছিল আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া। তার মায়ের নাম আয়েশা বিনতে মুআবিয়া ইবনে মুগিরা ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া। তার কুনিয়াত ছিল আবুল ওয়ালিদ আল-উমাবী। [১]

২। জন্ম ও শারীরিক গঠন

আব্দুল মালিক এবং ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া একই বছর—২৬ হিজরীতে—জন্মগ্রহণ করেন। খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত আব্দুল মালিক ওইসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত—যারা ছিলেন পরহেযগার, ফকীহ, কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তার উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের বেঁটে। তার দাঁতগুলো ছিল স্বর্ণের জালে মোড়ানো। তার মুখ সবসময় খোলা থাকত। অসতর্ক অবস্থায় তার মুখে মাছি ঢুকে পড়ত। এ জন্যই তাকে আবু যুবাব বা মাছির পিতা বলা হতো।

তিনি ছিলেন ফর্সা, মাঝারি গড়নের, হালকা-পাতলাও নয় আবার মোটাও নয়। তার দুই ভ্রু ছিল মিলিত এবং তিনি ছিলেন গোলাপী রঙের

[১] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১১/৩৭৭।

চোখবিশিষ্ট ও বড় চক্ষুওয়ালা। তিনি পাতলা নাক, উজ্জ্বল চেহারা, সাদা চুল ও দাড়ি এবং চমৎকার মুখাবয়বের অধিকারী ছিলেন। চুল ও দাড়িতে তিনি খিযাব লাগাতেন না। কেউ কেউ বলেন, তিনি জীবনের শেষভাগে খিযাব লাগাতেন। [২]

৩। ইলম অর্জন, খলীফা হওয়ার আগে তার ইবাদত-বন্দেগী এবং ব্যক্তিত্বের প্রশংসা

নাফে রহ. বলেন, 'আমি পবিত্র মদীনায় আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের চেয়ে অধিক দক্ষ যুবক, ফকীহ ও আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াতকারী আর কাউকে পাইনি।[৩] আমাশ রহ. আবু যিনাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মদীনায় ফকীহ ছিলেন চারজন—সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব, উরওয়া, কাবীসা ইবনে যুওয়ায়ব এবং খেলাফত কার্যক্রমে প্রবেশের পূর্বে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান।'[৪] ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'লোকজন জন্ম দেয় ছেলে, আর মারওয়ান জন্ম দিয়েছেন পিতা অর্থাৎ আব্দুল মালিক।' এখানে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বোঝাতে চেয়েছেন, আব্দুল মালিক তার বয়সের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন এবং সমবয়সীদের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ব ছিলেন।[৫] ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ রহ. বলেন, 'যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে যিনি প্রথম সালাত আদায় করেছিলেন, তিনি হলেন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ও তার সাথে কায়েকজন যুবক।'

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব বলেন, 'বেশি বেশি সালাত ও সিয়াম আদায়ের মধ্যেই ইবাদত সীমিত নয়; বরং আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্মে চিন্তা-ভাবনা করা ও মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে সাবধানতা অবলম্বন করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর এ-বিষয়টি আব্দুল মালিক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তার ওপর রহম করেন।'

[২] প্রাগুক্ত, ১১/৩৭৯।
[৩] প্রাগুক্ত, ১১/৩৭৯।
[৪] প্রাগুক্ত।
[৫] *আল খিলাফাতুল উমাবীইয়া*, পৃ:১১৬।